ইলিশের টোপ দিয়ে অফ সিজনে ট্যুরিস্টদের টানতে তৎপর পর্যটন সংস্থাগুলি

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী, কলকাতা: গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে দিনভর হুল্লোড় আর ইলিশের চর্ব্য-চোষ্য আয়োজনের সংস্কৃতি কলকাতায় নতুন নয়। এমনকী শহরের বাহারি হোটেলের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অন্দরমহলে ইলিশের পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে ভূরিভোজের আয়োজনও পুরানো। বাঙালির ইলিশ-লালসাকে আরও একটু মাতিয়ে দিতে এবার দীঘা-মন্দারমণি-তাজপুর কিংবা সুন্দরবনে ইলিশ উৎসবের আয়োজন শুরু করেছে রাজ্যের হরেক ট্যুর অপারেটর। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে ইলিশের স্বাদ নিতে পর্যটকেদের জন্য এলাহি আয়োজন করেছে সেই সব পর্যটন সংস্থা। আনন্দের ইলিশ পার্বণের আড়ালে অবশ্য বইছে মন্দা বাজারের হাওয়া। পর্যটনওয়ালারা বলছেন, রাজ্যে পর্যটন ব্যাবসায় এখন মাছি তাড়ানোর মরশুম। পর্যটক নেই, বুকিং নেই। তাই ইলিশের টোপ দিয়ে যদি ট্যুরিস্ট জোগাড় করা যায়, সেই আশাতেই আছেন তাঁরা।

ধরা যাক দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের একটি ট্যুর অপারেটর সংস্থার কথাই। আগামী ১৩ এবং ১৯ আগস্ট দু'দফায় তিনদিনের ইলিশ উৎসবের বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছে তারা। জিভে জল আনা মেনু কার্ড। তিনদিনের উৎসবে আছে ইলিশের ভাপা, বেগুন ইলিশ, ইলিশের মাথা দিয়ে কচু শাক, সরষে ইলিশ, দই ইলিশ আর ইলিশের টক। সঙ্গে আছে চিকেন পকোড়া, চিলি চিকেন, খাসির মাংস, চিংড়ির মালাইকারিসহ হরেক আয়োজন। নন-এসি ঘরে থেকে ওই উৎসবে শামিল হওয়ার দক্ষিণা চার হাজার টাকা। এসি ঘর হলে, তার খরচ পাঁচ হাজার টাকা। ট্যুর প্যাকেজে আছে সুন্দরবন লঞ্চে ভ্রমণ। দক্ষিণ কলকাতার বাবুবাগান এলাকার একটি পর্যটন সংস্থা সুন্দরবন নিয়ে যাচ্ছে ইলিশ খাওয়াতে। দক্ষিণা সাড়ে চার হাজার টাকা থেকে সাড়ে ছ'হাজার টাকা। খাওয়াদাওয়া, জল-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো তো আছেই, সঙ্গে থাকছে নাচগানের আসর। এমন হরেক সংস্থা এবার বর্ষায় সুন্দরবনকেই পাখির চোখ করেছে। দীঘা-তাজপুর-মন্দারমণিজুড়েও চলছে বেশ কয়েকটি ইলিশ পার্বণ। দিন তিনেকের সেই ট্যুরগুলির সবক'টিই আগস্ট মাস জুড়ে। প্রত্যেকটি প্যাকেজ ট্যুরেই খাওয়াদাওয়ার বিরাট আয়োজন। সঙ্গে 'সাইট সিইং'। খরচ মাথা পিছু তিন হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে।

বন্দোবস্ত যতটা তাক লাগানো, ব্যাবসা যে ততটা জুতসই নয়, মানছেন পর্যটন সংস্থার কর্তারাই। অনেকেই বলছেন, মার্চ মাস পেরলেই পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে আর বেড়ানোর পর্যটক মেলে না। বর্ষা পড়লে তো অবস্থা আরও খারাপ হয়। সেই মন্দা কাটাতেই তাঁরা কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে ইলিশ উৎসবের আয়োজন করছেন। গত বছর যাঁরা এই ধরনের প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করেছিলেন, তাঁদের ব্যাবসা মোটেই ভালো হয়নি, এ কথা জানিয়েছেন অনেকেই। তাই এবারও ঝুঁকি রয়েই যাচ্ছে। ট্যুর অপারেটরদের অন্যতম সংগঠন ট্রাভেল এজন্টেস অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর সিনহা রায় বলেন, সাধারণ ট্যুর প্যাকেজের সঙ্গে ইলিশ উৎসবের মতো 'ভ্যালু অ্যাডিশন' এখন নতুন ট্রেন্ড। আসলে এটা আমাদের বাঁচার লড়াই। এই মরশুমে ব্যাবসা কম। টিকে থাকতেই তাই অনেকে ইলিশকে সামনে রেখে প্যাকেজ সাজাচ্ছেন। তবে যেহেতু প্রত্যেকেই আগে থেকে দিনক্ষণ ঘোষণা করে উৎসব করছেন, সেহেতু বাজারে ইলিশের জোগান কেমন থাকবে, তার উপরই নির্ভর করবে সাফল্য, বলছেন প্রবীরবাবুরা।

প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজনকারী এক সংস্থার কর্তার কথায়, আমরা বলছি বটে ইলিশ উৎসব, কিন্তু এক্ষেত্রে ইলিশ বলতে যা বুঝি, তা হয়তো দিতে পারব না। কারণ বাজারে এখন খোকা ইলিশের ছড়াছড়ি। তার গন্ধ বা স্বাদ কোনওটিই তাক লাগানো নয়। তাছাড়া ইলিশের দামের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেই আমাদের চিকেন, রুই বা অন্য কোনও মাছের আয়োজন রাখতে হচ্ছে। এতে পর্যটকদের একঘেয়েমিও কাটবে, ব্যাবসায় কিছুটা সুরাহাও হবে। সুন্দরবনের নোনা জলে যে ইলিশ হয় না, তা সবার জানা। এমনকী দীঘা-মন্দারমণির ইলিশ উৎসবের মাছও

আসে কলকাতার বাজার থেকে আইস ট্রে'তে, তা মানছেন ওই ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, সুন্দরবনে মানুষ আসেন কাঁকড়া, পারশে, গুরজাওয়ালির মতো মাছ খেতে। তবু আমরা ইলিশকেই সামনে রাখছি সেই ব্যাবসার দিকে তাকিয়েই। আমাদের সুবিধা, সুন্দরবনের কোনও হোটেল বা রেস্তরাঁ সেখানে ইলিশের এলাহি আয়োজন করে না। লোভী বাঙালিকে তাই ইলিশের টোপ দিতে সুবিধা হয়, মন্তব্য পর্যটন সংস্থার কর্তার।